দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 03 FEB 2015
পৃষ্ঠা — কলাম ৪

রাজনীতি ■ ব্যারিস্টার শেখ নাইম

শিক্ষার অধিকার ও চলমান রাজনীতি

বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট তাদের টানা অবরোধ কর্মসূচির মধ্যে হরতাল ডাকায় পেছানো হয়েছে এসএসসি পরীক্ষা। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হরতালের দিন পরীক্ষা হবে না, সেই পরীক্ষা পেছানো হবে এমনকি শুক্রবারেও পরীক্ষা হবে।সারাদেশে শিক্ষার্থীরা আজ রাস্তায় নেমে বলছেন, পেট্রোল বোমায় দগ্ধ হতে চাই না। রাস্তায় নেমে এসেছেন অভিভাবকরা, পেশাজীবীরা। কিন্তু বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের টনক নড়ছে না। অবরোধ-হরতাল কর্মসূচি তারা বজায় রেখেছেন। এটা কোমলমতি পরীক্ষার্থীদের মনের ওপর বড় ধরনের প্রভাব যে ফেলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীদের প্রতি কেন এ ধরনের অমানবিক আচরণ করছেন, তাদের শিক্ষাজীবন ব্যহত করে কী উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইছেন, সেই প্রশ্ন আজ শিক্ষক ও অভিভাবকদের মনে। দেশবাসীরও আজ এই একই প্রশ্ন। বিএনপির কর্মসূচির আওতায় পেট্রোল বোমা হামলা চালিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারা, গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, চোরাগুপ্তা হামলা ও নাশকতামূলক তৎপরতা দেখে ব্রিটিশ কাউন্সিল আন্তর্জাতিক মানের এ লেভেল, ও লেভেল পরীক্ষার কেন্দ্র বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়ায় পরিকল্পনা করছে। এসব পরীক্ষার কেন্দ্র অন্যদেশে সরিয়ে নেওয়া হলে বিপাকে পড়বেন এদেশেরই মেধাবী শিক্ষার্থীরা, তাদের অভিভাবকরা ও শিক্ষকরা। আর তা হলে এর জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী থাকবে আন্দোলনকারীরা। ক্ষমতার জন্যে পেট্রোল বোমা ও আগুনে পোড়ানোর ভয় দেখিয়ে জনসাধারণ এমনকি পরীক্ষার্থীদেরকে জিম্মি করতে চাওয়া হচ্ছে। শিশুদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে পরীক্ষার মধ্যে হরতাল, অবরোধের নামে তাদের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ অভাবনীয়। আজ বিএনপি জোটের এই অমানবিক আচরণের জন্য ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে পারছে না। তাদের মনে পেট্রোল বোমার আগুনে দগ্ধ হওয়ার ভয়।বিএনপি আজ দেশজুড়ে ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষা একটি মৌলিক মানবিক অধিকার। রাজনীতির মূল উদ্দেশ্যই হলো, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অধিকারের জন্য সংগ্রাম করা। অথচ আজ বিএনপি আন্দোলনের নামে মানবাধিকার, শিক্ষার অধিকার হরণ করছে নির্বিচারে। বিএনপির নেতারা প্রকাশ্যে বলছেন, কিসের পরীক্ষা। এতে পরিষ্কার অনুধাবন করা যায় যে, ৭১ সালে পাকবাহিনী দোসরদের সহযোগিতায় বুদ্ধিজীবী হত্যার মাধ্যমে দেশকে যেভাবে মেধাশূন্য করতে চেয়েছিলেন, বিএনপি যেন সেটাই করতে চাচ্ছে। ধরন একটুখানি ভিন্ন—এই যা। গত বিশ্ব এজতেমায় টংগীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও এদেশের মুসলিমরা জমায়েত হওয়ার সময় অবরোধ করার বিষয়টিও এদেশের মানুষের কাছে এখন পরিষ্কার যে, তারা মুখে ইসলামের কথা বললেও বাস্তবে পুরোপুরি উল্টো। রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে আজ তারা যে পথ অবলম্বন করেছেন ও করছেন তা গণতন্ত্রের সঙ্গে কোনভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যে কোন সচেতন নাগরিকই বলবেন যে, তারা যা করছেন তা সন্ত্রাস। এর কোন স্থান গণতন্ত্রে নেই, সভ্য সমাজে নেই। রাজনীতির ময়দানে সঠিক রাজনৈতিক আচরণই সকলের কাম্য।

● লেখক : ব্যারিস্টার ও যুব রাজনীতিক